দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..... 12 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ..... ২ .....

রাজশাহী মেডিক্যালে ছাত্রলীগ শিবির সংঘর্ষ, আহত ২০

রাবিতে সংঘর্ষে ২৫ জন আহত

॥ শরীফ সুমন, রাজশাহী অফিস ॥

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে মঙ্গলবার ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে। ভাংচুর করা হয়েছে অন্তত ১০টি কক্ষ। এই ঘটনায় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্ররা জানায়, বেলা ৩টার দিকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি অশোক ও লালন শহীদ নুরুন্নবি হোস্টেলে ছাত্রলীগের সভাপতি শাহিন ও রকির সাথে দেখা করতে যায়। এই সময় হোস্টেলের শিবির কর্মীরা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে উদ্দেশ করে উস্কানিমূলক কথা বলে। এতে সেখানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শিবির কর্মীরা হোস্টেলের গেট বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রলীগের কর্মীদের উপর হামলা শুরু করে। ছাত্রলীগের কর্মীরা শিকু হোস্টেলে খবর দিলে সেখানে অবস্থানরত ছাত্রলীগ কর্মীরা নুরুন্নবি হোস্টেলে গিয়ে গেট বন্ধ করতে (৪র্থ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

হয় অন্তত ১৫ ছাত্রলীগ কর্মী। ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে গুরুতর আহত হয়েছেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক রকি, সুমন, লালন, সাইফ, আকরিয়া, মিঠুন, তাইফ, নুরুন্নবি হোস্টেলের সভাপতি শাহিন। অপরদিকে ছাত্রশিবির দাবি করেছে সংঘর্ষের ঘটনায় তাদের ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছে। আহতরা হচ্ছে মেহেদি হাসান, সুমন, রেজাউল, টিটুমিয়া, জসিম এবং কাজল। ছাত্রশিবিরের দাবি সংঘর্ষের ঘটনায় তাদের ৫ কক্ষ ভাংচুর করা হয়েছে। কক্ষগুলোর মধ্যে রয়েছে ২, ২০৩, ২০৮ এবং ৩০৮। হোস্টেল সুপার ডা. মাহাবুবুল আলম বলেন, পুলিশের অতি উৎসাহ এবং শিবিরের উস্কানির ফলে সংঘর্ষ বেধেছে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে অধ্যক্ষ ডা. মৌমিনুল ইসলাম হোস্টেলে এসে বৈঠকে বসেন। পরবর্তীতে বিকেলে মহানগর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রলীগ নেতারা এই ঘটনার জন্য পুলিশ ও শিবির ক্যাডারদের দায়ী করে তাদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে। ছাত্রশিবির পাল্টা সংবাদিক সম্মেলনে এ ঘটনার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করেছে। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে আহত ২৫

রাবি সংবাদদাতা তৌফিকুল ইসলাম তুহিন জানান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার সংঘটিত এ ঘটনায় ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদকসহ অন্তত ২৫ জন নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ছাত্রলীগ সভাপতিকে গুরুতর অবস্থায় ক্লিনিকে এবং অন্যদের বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। ঘটনার ছবি তোলার সময় দৈনিক ইত্তেফাকের ফটোসাংবাদিক মঞ্জুরুল ইসলাম ঝন্টু ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হন। গতকাল ছাত্রশিবির বিপুলসংখ্যক বহিরাগত ক্যাডার নিয়ে ক্যাম্পাসে শক্ত মহড়া দেয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন হয়েছে।

রাজশাহী মেডিক্যালে

(প্রথম পৃঃ পর)

যায়। পরে তারা রাজপাড়া থানায় খবর দিলে সেখানে পুলিশ আসে। পুলিশ গেট তালাবদ্ধ দেখতে পেয়ে সেখানে অবস্থান নেয়। এই সুযোগে শিবির ক্যাডাররা শিকু হোস্টেলের গেটও তালাবদ্ধ করে। হোস্টেল সুপার ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই সংঘর্ষ শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বোয়ালিয়া জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার হুমায়ুন কবির ও রাজপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমিনুর রহমানের নেতৃত্বে একদল দাঙ্গা পুলিশ শিকু হোস্টেলের গেট ভেঙ্গে লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তবে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি [illegible] অভিযোগ করে বলেন, ঐ সময় পুলিশের সাথে শিবির ক্যাডাররাও যোগ দেয়। সহকারী পুলিশ কমিশনার হুমায়ুন কবির বলেন, ঐ সময় লাঠিচার্জ করা না হলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতো এবং হতাহতের সংখ্যা বাড়তো। এদিকে শিবির ক্যাডারদের অতর্কিত হামলায় রামেক ছাত্রলীগ সভাপতি অশোক, সাধারণ সম্পাদক লালনসহ আহত